ঈশ্বর প্রকাশ্যেই লুকিয়ে আছেন তার প্রমাণ

৮টি অযৌক্তিক বিষয়

নাস্তিককে বিশ্বাস করতে হবে

(নাস্তার আগে)

Compiled by Don Cain

জীবন সম্পর্কে সরল ও মুক্তিকর অন্তর্দৃষ্টি

পনিরটি ছাড়িয়ে দেখা

পনির সমান সমান " কোন ঈশ্বর নেই," যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (স্বায়ত্ত্ব শাসনের মায়া) হিসেবে বিবেচিত। ফাঁদের মধ্যে থাকা হাতুড়ির ছবিটি বাহিরে ঈশ্বরের সাথে পরিনতিগুলোকে উপস্থাপন করে। দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানের আড়ালে, আমরা পনিরের পিছনে ছুটেছি এবং এর পরিণতিগুলো দেখিনি।

চূড়ান্ত বিশ্লেষনে " ঈশ্বর নেই" নিয়ে কোন বিষয় বিবেচ্য নয়। প্রকৃত পক্ষে, ঈশ্বরের বাহিরের ছবিটি থেকে, যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা হলো"

- কোন অর্থ নাই।
- কোন মূল্য নাই।
- কোন গুরুত্ব নাই।
- কোন উদ্দেশ্য নাই।
- কোন আশা নাই।

  (এবং কিছু মনে করতে পারে।)

  মন্দ প্ররোচনাগুলোর বিরুদ্ধে কোন বাধা নাই।

৮টি অসম্ভব বিষয় নাস্তিকদের সকালের নাস্তা খাওয়ার পূর্বেই বিশ্বাস করা উচিৎ।

এক কোন কিছু থেকে সবকিছু সৃষ্টি করা হয় নি।

দুই বিশৃঙ্খলা বিন্যাস তৈরি করেছে।

তিন প্রাণ-হীন জীবন সৃষ্টি করেছে।

চার অ-সচেতনতা সচেতনতার সৃষ্টি করেছে।

পাঁচ ব্যাক্তিগত নয় তবে ব্যক্তিগত সৃষ্টি করেছে।

ছয় অযৌক্তিক যৌক্তিক তৈরি করেছে।

সাত অন্ধ দর্শন তৈরি করেছে।

আট বধির শোনা তৈরি করেছে।

---- এবং কে জানে আর কি আছে

এবং আরো অনেক কিছু।

যদি আপনাকে বিজ্ঞান, বিবর্তনবাদ, প্রাকৃতিক নির্বাচন অথবা বিগ ব্যাং মহাজাগতিক বিষয় বলে থাকে যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই- তাহলে আপনাকে মিথ্য বলা হয়েছে। তারা আপনাকে সত্য বলছে না।

এই তত্ত্বগুলোতে ঈশ্বরকে স্বীকৃতি না দিয়ে বিষয়গুলোকে বিকল্প ব্যাখা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোন বৈজ্ঞানিক প্রমান সম্ভবত প্রমান করতে পারে যে অতীতে এমন কিছু ঘটেছিল যা অদৃশ্য শক্তি "এ" (বিবর্তন বাদ) এবং অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নয় "বি" (ঈশ্বর)?

আপনি কোথায় থেকে শুরু করবেন? আপনি এমন কী ধারনা করতে পারেন যে এটি কীভাবে পরীক্ষা করা যায়? এটি কীভাবে যাচাই করা যায়? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি পরিষ্কার এবং স্পষ্ট: পক্রিয়াটি অবশ্যই একটি তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পর্যবেক্ষণযোগ্য, পূনরাবৃত্তিযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য হতে হবে।

তবুও এটি মনে হতে পারে যে অধিকাংশ বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোকেরা বিশ্বাস করতে চায় যে বিবর্তন বাদ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনই সত্য বিজ্ঞান, এবং বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। অতএব তারা বেঁচে থাকে যেন তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই। এবং তারা প্রায়ই আমাদের বাকী লোকদেরকে বোঝায় যে তারা এই বিশ্বাসে সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত। (এমন কি আজও সমাজে এটি একটি নৈমিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সেই ভিত্তির দেউলিয়াকে প্রকাশ করে।)

বিবর্তনবাদকে প্রমান করার বা অস্বীকার করার মতো কোন কিছু কল্পনা করার উপায়ও নেই এবং তবুও বুদ্ধিজীবিদের একটি প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ট দাবি করেন যে এটি সত্য। আপনি কি মনে করেন কেন তারা এটিকে ধরে রেখেছে?

আচ্ছা, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে যদি কেউ বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুব খারাপ সংবাদ হবে, তাহলে হতে পারে যে কোনও প্রমান দেখানো হউক না কেন, কোন কিছুই তাদেরকে বোঝাবে না। তাদেরও ঝুকি অনেক বেশী। যদি কেউ ইতিমধ্যে তার গবেষনা শুরু করার জন্য পরীক্ষাগারে প্রবেশের পূর্বেই তার মন প্রস্তুত করে নিয়ে যায়, তবে তিনি আরম্ভ করার আগেই পূর্বনির্ধারিত,(পক্ষপাতদুষ্ট) হয়ে যেতেন। যদি কেউ বিষয়গুলোকে অন্যভাবে ব্যাখা করতে চান, তবে তিনি বেশিরভাগ অধিকাংশই প্রশংসনীয় বলতে পারেন। কে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে যোগ্য বোধ করবে?

সম্ভবত আপনি ভাবছেন এই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগটি একটি গুরুতর অভিযোগ। তবুও পক্ষপাতিত্ব প্রকাশের ইঙ্গিত রয়েছে। উদাহরণ সরূপ : যখন একটি বিকল্প তত্ত্ব, যেমন বুদ্ধিমান নকশার তত্ত্ব, নামী বিজ্ঞানীরা উপস্থাপন করেছেন এবং বৃত্তাকার এবং দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখাত এবং প্রত্যাখান করেছেন, খুব সম্ভবত ব্যাখা নয় যারা বুদ্ধিমান নকশায় সুসংবাদকে ভাল দেখবে না তাদের দ্বারা যারা ছবিতে ঈশ্বর চান না। মনে রাখবেন, বুদ্ধিমান বিরোধী নকশার মনে এমন কোন বিজ্ঞান নেই যা তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল (এ) এবং না (বি) দেখাতে ইঙ্গিত করতে পারে। কিন্তু বিরোধী অভিন্ন এবং নিখুঁত এবং অবশ্যই কোনও সত্য বৈজ্ঞানিক প্রমান ছাড়াই।

তারা দশক ধরে শাসন করেছে। ঈশ্বর বিদ্যালয়ের বাহিরে শাসন করছে, ফলসরূপ প্রবেশ পথে ধাতব সনাক্তকারী দিয়ে পরিপূর্ণ যৌগিক বেড়া দেয়া হয়েছে। তাকে আদালতের ঘরগুলো থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, ফলসরূপ জনাকীর্ণ জেলখানা এবং একটি উচ্চ এবং নিরুৎসাহিত পুনরুদ্ধারের হার। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে বিপর্যয়কর নীতি, সমলিঙ্গের বিবাহ, গন শৌচাগার সম্পর্কে লিঙ্গ বিভ্রান্তির সিদ্ধান্তের ফলসরূপ এটি তাদের অনুমানের ব্যর্থতা প্রমান করার আরো আরো প্রমান। এই সমস্ত কিছু একটি দুর্দান্ত ব্যয়, উভয়ভাবে নৈতিকভাবে, আর্থিকভাবে এমনকি ব্যক্তিগত সুরক্ষায়ও।

ছবিতে ঈশ্বরের সাথে এটি কী পার্থক্য রয়েছে?

দেখনু যদি আপনি রাজী থাকেন যে এটি বিশ্বের সমস্ত পার্থক্য তৈরি করে! ***পরিচয়*** সম্পর্কে ভিত্তিগত এবং মৌলিক প্রশ্নগুলো (*আমি কে*) এবং **গুরুত্ব** (*আমি কি বিবেচনা করি*) এবং ***উদ্দেশ্য*** (*আমার কি করা উচিৎ*) হয় মূলত ভিন্ন এবং আপনি যেখানে আপনার চিন্তার লাইনে শুরু করেন তার ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে বিপরীত।

আমরা কি কেবল দুর্ঘটনা, এলোমেলো অনুষ্ঠানের পণ্য? আলোকিত নিজ স্বার্থের বাহিরে কি আমাদের কোন স্থায়ী তাৎপর্য বা কোন উদ্দেশ্য রয়েছে?

এটির সবগুলোর পিছনে কী আছে?

এখানে একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতি আছে। চলুন দেখি আপনি কী মনে করেন। এক মুহূর্ত সময় নিন এবং তিন সারির প্রমানগুলোকে পরীক্ষা করুন যা একত্রে, শেষ পর্যন্ত দেখায় যে পবিত্র বাইবেল সম্ভবত নিছক মানুষের উৎসের ফল হতে পারে না।

অভ্যন্তরীণ প্রমান

পবিত্র বাইবেল হলো ষাটটি পুস্তকের সংকলন, প্রায় চল্লিশজন লেখক দ্বারা তের শত বছরেরও বেশী সময় ধরে এটি লেখা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক লেখক ছিলেন, রাখাল, কর আদায়কারী, চিকিৎসক, জেলে এবং অন্যান্য যারা তিনটি মহাদেশে বসবাস করত- ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকায়।

কোন একটি দল দ্বারা লিখিত অন্য কোন বইয়ের কথা বিবেচনা করুন, যারা বেশিরভাগ অংশ একে অপরকে চিনেন না। এই লোকগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে এসেছিলেন, বিভিন্ন সময়কালে লিখেছিলেন, তবুও ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের বোঝাপড়াগুলো এক ছিল এবং ঈশ্বরকে প্রকাশিত করার পরিকল্পনার ধারণাটি ছিল সুসংহত এবং সুসংগত। এরকম আর কোন বই নেই। এটি নিজেই লক্ষণীয়। বেশীরভাগ বই কেবল কয়েক দশক পরে পুরোনো হয়ে যায়।

বাহ্যিক প্রমান

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কয়েক হাজার বছর ধরে পবিত্র ভূমিতে সন্ধান চালিয়েছে, লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে লক্ষ লক্ষ লোক লক্ষ লক্ষ ঘন্টা ব্যয় করে খনন কাজে বিনিয়োগ করেছিল।

গবেষকরা অনেক কিছু শিখেছে। হাজার হাজার বছর পূর্বে প্রচুর লোক এবং স্থানগুলোর নাম সন্ধান করা হয়েছে। এমন কি এই সমস্ত আবিষ্কারের পরেও কেউ বাইবেলের এই বিবৃতিটিকে অস্বীকার করে নি।

ভাববাণীর পূর্ণতা হয়েছিল

সম্ভবত বাইবেলের অতিপ্রাকৃতিক উৎসের সর্বাধিক প্রমন হলো ভবিষ্যদ্বানীটির রেকডিং করা যা নথিভূক্ত করা হয়েছে তা পরিপূর্ণ হয়েছে।

খ্রীষ্টের আগমন এবং মন্দির ধ্বংস সম্পর্কে দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো (৭০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ হয়েছিল) যা সমালোচকদের দ্বারা আক্রমন করা হয়েছিল যারা সন্দেহ করেছিল বইটি অবশ্যই এই ঘটনার পরে লেখা হয়েছিল।

তবে দানিয়েল এবং বাকী যিহুদী ধর্মগ্রন্থগুলো ২০০ খ্রীষ্টপূর্বে হিব্রু এবং অরামিক থেকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এই সত্যটি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে ঘটনাগুলো সংগঠিত হওয়ার কয়েক শত বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বানীগুলো রচিত হয়েছিল।

আরও অনেক যিহুদী ধর্মগ্রন্থ খ্রীষ্টের জন্মের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে

এবং প্রথম আগমন যিশাইয় ৫৩, গীতসংহিতা ২২, এবং আরো অন্যান্য স্থানে লিপিবদ্ধ আছে। আপনারা গুগলে গিয়ে "মেসিয়ানিক ভবিষ্যদ্বাণী" লিখে খুঁজতে পারেন ।

এটি যুক্তিসংগত সন্দেহের বাহিরেও প্রদর্শিত হতে পারে। এটি নাটকীয়ভাবে বিশ্বের এবং এর মধ্যে সমস্ত কিছু সম্পর্কে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।

কেউ কেউ নতুন নিয়মের নথিগুলোর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা বিশ্বাস করে যে শাস্ত্রের বেশিরভাগ অংশই এর পৃষ্ঠাগুলোতে ঘোষিত ইভেন্টগুলোর সাথে সমকালীন ছিল না। তারা বলে যে বইটির বেশিরভাগ অংশ সম্ভবত পরে লেখা হয়েছিল, হতে পারে এক শত, অথবা কয়েক শত বছর পরে আসল ঘটনাগুলো ঘটেছে।

ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেম এবং মন্দিরের ইতিহাস সংরক্ষন করেছে। যদিও, নতুন নিয়মে এর কোন উল্লেখ নেই। আজকের দিনের বিশ্ব বানিজ্য কেন্দ্রের অধিকাংশ আমেরিকানদের জীবন যাপনের চেয়ে সেই সময়ের মন্দিরটি যিহুদীদের জীবনে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশ্ব বানিজ্য কেন্দ্রটি এত বড় ছিল যে এর নিজস্ব জিপ কোড এবং পাতাল রেল ষ্টেশন ছিল। মনে করুন আপনি কেন্দ্র সম্পর্কে একটি ভ্রমনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবলিত কোন পুস্তিকা খুজে পেয়েছেন। এটি আপনাকে অনেক তথ্যগুলো বলবে: সেখানে কাজ করা লোকের সংখ্যা, একটি সাধারণ দিনে দর্শনার্থীর সংখ্যা এবং সম্ভবত রেস্তোরার সংখ্যা এবং প্রতিদিন পরিবেশনকৃত খাবারের সংখ্যা।

এখন, ধরে নেয়া যাক আপনি ৯/১১ বা সেদিনের ধসের কোন উল্লেখ খুঁজে পেয়েছেন? উঁচু দালানগুলো ধ্বংসের আগে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তার আগে এই পুস্তিকাটি মুদ্রিত হওয়ার সম্ভবত সবচেয়ে ভালো কোন ব্যাখা নয় কি?

মন্দিরের ধ্বংস যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করে। এটি একজন ভাববাদী হিসেবে তাঁর প্রমানপ্রত্রাদির বৈধতা দিত। এই ঘটনা যেটির নতুন নিয়মে উল্লেখ নেই বলে তা উপসংহারের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা যায় যে বাইবেলের নথিপত্র অনুসারে, ৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা সংগঠিত হওয়ার আগে নতুন নিয়মের বিবরণী প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা লিখিত হয়েছিল।

তবে অন্যান্য ধর্মের কী হবে? " অনেকগুলো পথ পর্বতের শীর্ষে পৌঁছে না? ”

অবশ্যই, এই প্রশ্ন আরেকটি চিন্তার উদ্রেক করে-

পর্বতের চূড়ায় কে/কী খুঁজে পাওয়া যাবে?

হিন্দুরা বিশ্বাস করে সেখানে লক্ষ লক্ষ দেবতারা বসবাস করে। বৌদ্ধ ধর্মবলম্বীরা মোটেই কোন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না। খ্রীষ্টিয়ানরা বাইবেলের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে।

কল্পনা করুন যে রৌপ্য ডলারের যুগে, একজন অপরাধী নকল ডলারের ব্যবসায় জড়িত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। তার বিকল্পগুলো বিবেচনা করে সে তাৎক্ষনাৎ কাঠের তৈরি নকল রূপার ডলার তৈরির ধারণাটি ত্যাগ করেন। একজনও না তবে হতে পারে ছোট বাচ্চারা এর দ্বারা বোকা হতে পারে। এটি অকৃত্রিমের মতো সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

সুতরাং, তিনি ধাতু দিয়ে তৈরি একটি নকল ডলার তৈরি করেন। এবং তিনি কিছু লোককে বোকা বানাতে সফল হয়েছিলেন। তবে, যদি তিনি তার মৌলিক নকল ধাতুতে কিছু রূপালী প্রলেপ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করতেন তবে তিনি আরও বেশী লোককে বোকা বানাতে সমর্থ হতেন। তিনি যত বেশী রৌপ্য যুক্ত করেন, ততই এটি খাঁটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে এবং তিনি তত বেশী লোককে বোকা বানাতে পারবেন।

রৌপ্যের জাল মুদ্রা একটি নকল ধর্মের সত্যের সাথে মিল রাখে। যত বেশী সত্য, তত বেশী লোককে বোকা বানানো হয়েছে। সমস্ত সত্য হলো ঈশ্বরের সত্য। এবং শয়তান তার সুবিধার জন্য শাস্ত্রের উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে পারে, যেমন আমাদেরকে খ্রীষ্টের মরুভূমিতে প্রলোভনে পড়ার বিবরণ দেখানো ।

চলুন আমরা অর্ধ সত্যের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকি। নকল অকৃত্রিমতার অস্তিত্বকে প্রমান করে।

আধুনিক বিজ্ঞান হলো " পশ্চিমা" বিজ্ঞান এবং খ্রীষ্টিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসেছে যেটি বিশ্বাস করেছিল যে একজন যক্তিসংগত ঈশ্বর একটি যুক্তিসংগত এবং বুদ্ধিমত্তা এবং যুক্তিসংগত পৃথিবী সৃষ্টি করবে যা বোঝা গিয়েছিল। পূর্ব ধর্মগুলো কখনই এটি উৎপাদন করতে পারে না।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরিচয়ের মৌলিক, গুরুত্ব, এবং উদ্দেশ্যের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে ।

ব্যবহারিক প্রয়োগগুলো জীবন পরিবর্তন করছে। আমি অন্যদের সাথে কীভাবে আচরণ করব? মানুষ কি এলোমেলো পক্রিয়ার দুর্ঘটনার ফলাফল? মানুষের সুবিধা নিয়ে কি আমি তাৎপর্য অর্জন করতে পারি? তারা কি সহজেই শোষিত হচ্ছে? যদি আমি প্রলোভিত হই,

কেন না? যদি আমরা উপসংহার টানি যে এই বিষয়গুলোর কোন স্থায়ী গুরুত্ব নেই, এবং যদি আমরা এটি থেকে দুরে সরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট চালাক হই, যখন প্রলোভন আমাদেরকে প্রলুব্ধ করে, আমরা শুধুমাত্র প্রশ্নটি রেখেছি, " কেন নয়?"

আমার সম্পর্কে অন্যরা যদি এভাবে অনুভব করে তবে কী হবে? আমি জানি যে কেউ কেউ শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান। কাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি? অপরাধ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান উৎসাহজনক নয়।

সুতরাং আমরা দেখতে শুরু করতে পারি কীভাবে ঈশ্বরকে ছবি থেকে বাদ দেয়ার পরিবর্তে গভীরভাবে প্রভাব ফেলতে পারি।

মানুষ হওয়ার অর্থ কি? " ঈশ্বর নাই" অর্থ আমরা প্রকৃতির নিছক দূর্ঘটনা থেকে তৈরি। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে, আমরা এলোমেলো সুযোগের ঘটনাগুলোর পন্য ছাড়া বিবেচনা করি না।

আমরা মাত্র কয়েকটা ছোট মাস বেঁচে থাকি। মাত্র ১০০০ মাস জীবন অর্জনের জন্য আপনাকে অবশ্যই ৮৩ বছর ৪ মাস বাঁচতে হবে। একমাস খুব দ্রুত চলে যায়, বিলগুলো পরিশোধ করতে, চেক বইয়ের স্থিতি বজায় রাখতে, এবং এরকম আরো কিছু করতে একটি নিদৃষ্ট সময় চলে যায়। এটি মাঝে মাঝেই বলা হয়েছিল যে জীবন ৯০ শতাংশ রক্ষনাবেক্ষণ এবং ১০ শতাংশ জীবনযাপনে ব্যয় হয়।

তাহলে আমরা কীভাবে বাঁচব? ঈশ্বর ছাড়া জীবনের একটি স্থায়ী উদ্দেশ্য সন্ধান করা কঠিন। আমরা অন্যকে কীভাবে দেখব? যদি তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে তৈরী করা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের অবশ্যই তাদের জন্য উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং তাদের মৌলিক অধিকারগুলো সরবরাহ করতে হবে।

কোথা থেকে আমাদের অধিকারগুলো আসে? যদি সরকার অধিকার গুলো "দেয়" তাহলে তাদেরকে নেয়ার অধিকারও সরকারের রয়েছে। এমনটাই মনে হয়েছিল যা হিটলার এবং স্ট্যালিন বিশ্বাস করেছিলেন।

ইতিহাস নথি সংরক্ষন করে যে শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দিতেই সর্বগ্রাসীবাদের দ্বারা ১০০ কোটি লোককে হত্যা করা হয়েছিল --- কমপক্ষে আংশিকভাবে নাস্তিক্যবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির কারণে।

স্ট্যলিন এবং মাওবাদীদের নাস্তিক্যবাদী কমিউনিজম ধরে নিয়েছিল যে তাদের নাগরিকরা তাদের সরকার যে প্রস্তাব দেয় তার চেয়ে বেশী কোন অধিকার রাখেনি। কারণ তাদের বিষয়গুলো জীবনের কোন স্থায়ীত্ব, স্বতন্ত্র মূল্য বা অধিকার না থাকায় অগনিত নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রের অসুবিধাগ্রস্ত শত্রু হিসেবে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

ছবির বাহিরে ঈশ্বরের সাথে, কেন নয়? আপনি কীভাবে এটি

ভূল বলতে পারেন?

এটির পিছনে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আপনার একটি ভিত্তি প্রয়োজন, " তবে এটি আপনার মতামত!"

স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে, থমাস জেফারসন এবং প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা নিশ্চিত করেছেন, " ... তাদের সৃষ্টিকর্তা দ্বারা তাদের নিশ্চিত অযোগ্য অধিকারের সাথে [আমরা] শেষ করেছেন। "

সময়ে সময়ে, আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ প্রলোভনের অভিজ্ঞতা লাভ করি। ভূল করার প্রলোভনটিকে আপনি কীভাবে পরিচালনা করবেন?

ছবিতে ঈশ্বরের সাথে, আমরা জানি যে আমরা, শেষ পর্যন্ত সকলেই প্রত্যেকবার প্রলোভনে পড়ার জন্য আমাদের অবশ্যই একটি কারণ দিতে হবে। প্রতিবারের জন্য আমরা অন্যটির সুবিধা নেয়ার জন্য আমরা সবসময় উত্তর দেব, আমরা মিথ্যা বলেছি, চুরি করেছি বা অন্য অনৈতিক লঙ্ঘনের কাছে আত্মসমর্পন করেছি। একটি নিখুঁত এবং ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার দ্বারা যে কোন ধরণের শোষন বা জালিয়াতির বিচার করা হবে । জেনে যে এমন একজন আছেন যার কাছে আমরা দায়বদ্ধ, প্রলোভনে " না" বলার জন্য একটি সিদ্ধান্তমূলক ভিত্তি সরবরাহ করে।

তবে ঈশ্বর যদি ছবির বাইরে থাকেন তবে কী হবে? এগুলোকে কী বিশ্বাস করে না? ঈশ্বর বিহীন, আমরা নিকৃষ্টতম সুযোগ যা পর্যাপ্ত পরিমান রয়েছে তার সুযোগ নিতে পারি।

আমরা যৌক্তিক কারণে বিশেষজ্ঞ হয়ে যাই:

" এটি এত খারাপ না।"

" সকলেই এটি করতেছে।"

" কেহই জানবে না।"

" এটি কোন বড় চুক্তি নয়।"

তবুও যখন আমরা শিকার হয়ে থাকি এবং অপরাধী না হয়ে থাকি, তখন এটি অন্যরকম ছবিতে পরিণত হয়। আমাদের সেল ফোন, আইপড, স্টেরিও, স্ত্রী, সন্তান অথবা অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ বা লোকেরা বিপদে পড়লে আমরা অণ্যদেরকে পরিস্থিতি দেখাতে চাই এটি এরকম নয়।

এবং তবুও প্রশ্ন থাকতে পারে, কেন নয়? আমাদের বেশীরভাগই আমাদের চারপাশের আচরণগুলো দ্বারা, বিভিন্ন ডিগ্রিতে প্রভাবিত হই। যদি অন্যরা নিশ্চিত হন যে ছবির বাইরে ইশ্বর আছেন, যে কেউ হিসাব রাখছে না, এবং আমরা যদি মনে করি যে আমরা সম্ভবত এর থেকে দূরে সরে যেতে সফল হই,

তাহলে প্রলোভন আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে, ডেনভার পোষ্ট " যুক্তরাষ্টের শীতল মস্তিষ্কের হত্যা ১৯৮০-২০১৪ সাল পর্যন্ত শিরোনামে একটি গল্পের প্রতিবেদন করেছিলেন। অমীমাংসিত হত্যা ৩৫ বছরেরও বেশী সময় ধরে, ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় নথি থেকে সংকলিত, ২১১,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অংকটি কষুন এবং গড়ে, আমাদের জাতি ১৯৮০ সাল থেকে প্রতিদিন ১৬টি অমীমাংসিত খুনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। হিসেবে বলা হয় নি যে কতগুলো খুনের সমাধান হয়েছে, খুনীরা ধরা পড়েছে অথবা খুনীরা আবিষ্কারের ধরা ছোয়ার বাহিরে রয়ে গেছে।

আমরা ঈশ্বরের প্রাচীন ন্যায় বিচারের জ্ঞানকে পরিত্যাগ করেছি কীভাবে হত্যা এবং অপরাধের সাথে আচরণ করেছে কারণ আমরা মনে করি আমরা ভাল জানি। ৭৫ বছর আগেও জেলখানায় এত ভীড় ছিল না এবং আমরা বাড়ীতে এবং রাস্তায় নিরাপদ ছিলাম। প্রকৃত পক্ষে, পরিসংখ্যানগতভাবে আমাদের নাতনীরা আমাদের দাদীদের তুলনায় তাদের জীবদ্দশায় সহিংস হামলার শিকার হওয়ার শতগুন বেশী সম্ভাবনা রয়েছে।

এই ধরাছোয়ার বাইরে থাকা খুনীরা তাদের ভুক্তভোগীদেরকে হত্যা না করার কোন কারণ খুঁজে পায় নি। প্রশ্ন হলো " কেন আমি এই ব্যক্তির কাছ থেকে চুরি করব না?" পিছলাতে পারে, " কেন আমার এই ব্যক্তিকে হত্যা করা উচিৎ না। কৃতজ্ঞচিত্তে, এই প্রতিশ্রুতিকে কেউ অতিক্রম করতে পারবেন না, তবে কেউ কেউ করেন।

কোনটি সঠিক কোনটি ভূল কে বলবে?

কে সিদ্ধান্ত নিবে?

আপনার মাঝে মাঝে ধারণাটি থেকে যায় যে প্রতিটি ব্যক্তি তাদের সিদ্ধান্ত নিবে। ভাল কেন নয়? যদি সঠিক ও ভুলের কোন অনমনীয় মান থাকে (ঈশ্বর) তাহলে সকলেই নিশ্চিতভাবে তাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়।

" এটি হতে পারে আপনার জন্য সত্য, তবে

আমার জন্য নয়। আপনাকে কে বিচারক নিয়োগ করেছে?"

এটি ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে সংখ্যাগরিষ্ট লোক সত্যকে আপেক্ষিক বলে বিশ্বাস করে, যে যেটির কোন নিস্পত্তি নেই, উদ্দেশ্যগত সত্যের মান (ঈশ্বর)। যখন আপনি অন্ধকারের পরে বাইরে যান এটি কি আপনাকে নিরাপদ অনুভব করায়?

সমাধানটি কি?

এটি কি অপ্রতিরোধ্য বৈজ্ঞানিক ঐক্যমত নয় যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। দুঃখের বিষয়, অনেক বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদরা সেভাবে চিন্তা করে।

অন্যদিকে, প্রচুর পরিমানে সমসাময়িক বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদরা ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে, এবং তাদের পরিবর্তিত জীবনে সেই বাস্তবতার প্রমান দেয়।

কখনই আশ্চর্য হই না কেন আমরা বিশ্বাস করি?

বিভিন্ন কতৃপক্ষ দলের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করি আর না করিনা কেন, আমরা আমাদের বিশ্বাসের অবস্থানে আসি। সম্ভবত আমরা যে বাড়ীতে বড় হয়েছি সেখানে রাজত্বকালীন সময়ে যাই হউক না কেন তার সাথে আমরা একমত ছিলাম। এটি স্কুল, সামাজিক পরিবেশ, এবং/ অথবা ব্যবসার লেনদেনের মাধ্যমে হতে পারে।

সুতরাং, প্রায়ই অনেক বড় চিন্তা ভাবনা ছাড়াই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই। একটি আশ্চর্যজনক জিনিস তখনই ঘটে। এগুলোই এখন আমাদের অবস্থান হয়ে যায়। আমরা তাদের সুরক্ষা, তাদের রক্ষা, তাদের দ্বারা বাঁচা, এবং তাদেরকে ধরে রাখি, যেন আমরা যুক্তির সবচেয়ে কঠোর এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্রিয়ার দ্বারা সেখানে পৌঁছেছি।

তারা সবকিছু করার পরেই আমাদেরকে " মুক্ত করে" তারা কি করে না? আমরা কী করব এবং কীভাবে বাঁচব আমরা তার চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। আমরা সেই নিদর্শনগুলোতে বিনিয়োগ করি। আমরা তাদের মধ্যে একটি "অংশীদার" বিকাশ করি, তারা বহন করতে পারে এমন কোনও বিপদজনক প্রভাব সম্পর্কে খুব কমই সচেতন।

আমাদের জীবনের মানগুলোতে এই বিনিয়োগগুলো যত দীর্ঘ হয়, আমাদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা তত বেশি কঠিন হয়ে উঠতে পারে। আমরা তখন যৌক্তিকতার চেয়ে সংকল্প থেকে বেশি পরিচালনা করার সম্ভাবনা করছি।

এই পরিস্থিতিতে,আমরা ঈশ্বরের নিদৃষ্ট অস্তিত্বের যুক্তিটিকে দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করতে পারি।

তাহলে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের কোন *বাস্তব* ভিত্তি আছে? আমরা এই উত্তরে আমাদের জীবন বাজি রেখেছি। সেটির আগে, চলুন আমরা কয়েকটি প্রশ্নকে বিবেচনা করি:

নাস্তিকতার যৌক্তিকতা কী? এর কোন বাস্তব ভিত্তি আছে? এটি কি? যৌক্তিক একটি ভিত্তি আছে কি?

আমি বিশ্বাস করি যে নেতিবাচক প্রমানের অসম্ভবতার কারণে আপনি এই অনুসন্ধানগুলোতে খালি আসবেন।

বিশ্বব্রহ্মান্ড অনেক বড়। আপনি কীভাবে জানতে পারবেন যে বিশালতার জায়গায় কোথাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই?

আকারের প্রতি সঙ্কুচিত করার নীচে অনুসন্ধান করুন। আপনি সম্ববত প্রমান করতে সক্ষম হবেন যে ঘরে কোন মাকড়সা নেই। আপনি একটি যত্নবান এবং সাবধানী অনুসন্ধান করতে পারেন এবং পুরো অঞ্চলটি কভার করতে পারেন। তবে মাকড়সারা বিভিন্ন আকৃতির আসে। এবং আপনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারবেন না যে আপনার মনোযোগ অন্য দিকে মনোনিবেশ করার সময় ছোট একটি পালিয়ে অতিক্রম করেছিল না।

তাই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই তা ঘোষনা করা কি যুক্তিসঙ্গতভাবে সমর্থনযোগ্য?

" ঠিক আছে," আপনি বলেন, " এমন কি যদি এটি অনুমোদন করা হয় যে ঈশ্বর থাকতে পারে, অথবা এমনকি সম্ভবত অস্তিত্ব থাকতে পারে, তাহলে কেন আমাদের কথা বলা সাপকে বিশ্বাস করা উচিৎ?

শিক্ষিত লোকদের দ্বারা এটি কি বহুলভাবে স্বীকৃত নয় যে এদন বাগান কেবল মাত্র একটি কল্পকাহিনী, বা কল্পিত ছিল? সবাই কি তা জানে না?

ভাল, সবাই না। প্রকৃত পক্ষে, মুক্ত-মনের পক্ষে যুক্তিযুক্ত তিনটি শক্তিশালী লাইন রয়েছে। এদন বাগানের অস্তিত্বের জন্য সত্য ভিত্তিতে প্রমানটি ভারী ওজন করে।

কার্যকরণের আইন, অথবা সম্পর্কের কারণ এবং প্রভাব, বর্ণনা করে যে ফলাফলগুলোর ঝোকের কারনগুলোর সাথে আনুপাতিক সম্পর্কের মধ্যে থাকা। উদাহরণ সরূপ, একটি আগুনের স্ফুলিংগ আরেকটি আগুনের স্ফুলিংগের আকার এবং প্রভাব তৈরি করে। একটি হাত গ্রেনেড, একটি ব্লকবাস্টার বোমা এবং একটি থার্মোনোক্লিয়ার ডিভাইস প্রতিটি আনুপাতিক হারে তার প্রভাব, আকার, বল এবং শক্তি উৎপাদন করে।

সুতরাং যখন আমরা একটি বিশ্বজনীন প্রভাব খুঁজে পাই, এটি সেখানে সার্বজনীন কারণে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে।

একটি অবিসংবাদিত সত্য হলো সকলে এবং সমস্ত কিছু মারা যায়। কেন? এগুলোর সবগুলো এদন বাগানে এবং সাপ- শয়তানের, শত্রুর জীবনে ফিরে যায়। কয়েক মিলিয়ন,

সম্ভবত কয়েক মিলিয়ন ডলার গবেষনা কাজে বিনিয়োগ করা হয়েছে শিখতে কেন আমাদের বয়স হয় এবং কীভাবে আমরা দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকি। এবং যদিও আমরা সকলে মারা যাই। কেন?

শাস্ত্রাংশ সাক্ষ্য দেয় " যে দিন তুমি ফল খাবে, তুমি মরিবেই মরিবে।"

সাপ বলল, " তুমি কখনই মরিবে না।" আমরা সকলেই জানি যে সর্বজনীন অসত্য।

দ্বীতিয় প্রমানও শাস্ত্রাংশে পাওয়া গিয়েছে, এবং এর প্রভাব আমাদের পার্থিব অভিজ্ঞতাতেও পাওয়া যায়। মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বাধীনতা ঘোষনা করার আগে, তিনি ঈশ্বর " কেন্দ্রিক" ছিলেন। পৃথিবী তখন সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু মানুষ কেন্দ্রগুলোকে অন্যদিকে চালিত করেছে; সে স্বার্থকেন্দ্রিক হয়েছিলেন এবং স্বার্থপর হন। এবং পৃথিবী ভঙ্গচূর্ণ হয়েছিল, এবং আমরা এটির সাথে ভেঙে পড়েছি।

স্বার্থপরতা হলো কেন আমরা ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করি। মিথ্যার দ্বারা বোঝানো হয়েছিল যে " আমাদের" উপায়টি হলো সবচেয়ে উত্তম, আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় বিশ্বাস করি না এবং আমারা তার পথকে প্রত্যাখান করি। স্বার্থপরতা পাপের সমান। এবং আমরা সবাই বৃহত্তর বা স্বল্প পরিসরে স্বার্থপর।

মানুষের হওয়ার একটি অংশ হলো আত্মকেন্দ্রিক হওয়া। আপনি কি আজকের সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়ে এমন একটি সমস্যার নাম বলতে পারেন যা কোনভাবে স্বার্থপরতার ফল নয়? আমরা বাড়িঘর , সন্তানরা তাদের বাবা মা কতৃক পরিত্যাক্ত হয়েছে, অপরাধ, সরকারে দুর্নীতি, পরিবেশের বিরোপ প্রতিক্রিয়া এবং যুদ্ধগুলো দ্বারা ভেঙ্গে ফেলেছি। তালিকাটি আরো এগিয়ে যায়।

তৃতীয় শক্তিশালী সমষ্টি হলো মিথ্যাতে সর্ব্বস্ত বিশ্বাস।

" মিথ্যা কি?" সাপ (শয়তান) বলেছিল। " আমরা আমাদের জন্য যা চাই, আমরা যা পছন্দ করি তা উত্তম এবং ঈশ্বর আমাদের জন্য যা চান তার তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়া। " ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, " তিনি ভাল নন"।

আমাদের সবকিছু আছে, একবার বা অন্য আরেকটি সময় মিথ্যা বিশ্বাস, মাঝে মাঝে এখনও করি। হতেপারে যে বাকী ব্যাখাগুলো হলো কেন আমরা প্রতিরোধ করি, মাঝে মাঝে কীর্তিস্তম্ভের সাথে সমাধান করি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমান।

এবং আমাদের স্বাধীনতার এই দারুন ঘোষনাটি আমাদের ক্ষমতায়ন, আত্মনিয়ন্ত্রন এবং নিয়ন্ত্রনের একটি মিথ্যা ধারণা দেয়।

অবশ্যই, আমরা প্রকৃত অর্থে কোন নিয়ন্ত্রনে নেই, যেমন আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা বিমানের সাথে যাত্রা শুরু করি।

প্রকৃত পক্ষে, আমরা খুব কম স্বায়ত্তশাসন প্রয়োগ করতে পারি। যতক্ষন পর্যন্ত আপনি স্বতন্ত্রভাবে ধনী না হন, ততক্ষন আপনার সীমিত পছন্দ রয়েছে আপনি কোথায় থাকবেন এবং কোথায় কাজ করবেন তার উপর।

আপনি কোন পরিবারে নতুবা কোন শতকে অথবা সংস্কৃতিতে জন্মগ্রহন করছেন তা বেছে নিতে পারবেন না। আপনি আপনার লিঙ্গ, আপনার দেহের গড়ন আই কিউ, মেজাজ, ব্যক্তিত্ব, নতুবা গায়ের রং বেছে নিতে পারেন না।

আমরা যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পছন্দগুলো করি তা হলো মিথ্যাটিকে বিশ্বাস করা বা না করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা।

আরও, আপনার কাছে প্রায় এমন কিছুই নেই যার উপর আপনি ঝুলতে পারেন। আপনার নিজের দৃষ্টিশক্তি, আপনার শ্রবনশক্তি, আপনার মানসিক ক্ষমতা, আপনার স্বাস্থ্য, আপনার কাজ, আপনার স্ত্রী অথবা আপনার গতিশীলতা বজায় রাখবেন তা নিশ্চিত করতে পারবেন না।

আপনি যে জিনিসটি ধরে রাখতে সক্ষম হবেন তা হলো আপনার নিজের এবং মিথ্যার মধ্যে দাড়িয়ে থাকা যা আপনার জীবনের জন্য তৈরি হয়েছিল। *আপনার ইচ্ছা।* এইখানে, আপনি সার্বভৌম।

আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনার স্বাধীনতার ঘোষনা চালিয়ে যেতে পারেন। আপনি আপনার সারা জীবন এই বিদ্রোহের অবস্থায় কাটাতে পারেন এবং আপনার শেষ নিঃশ্বাস নিতে পারেন এবং ঈশ্বরের নিকট *আত্মসমর্পন ব্যতিত* মারা যেতে পারেন।

তবে কেন আপনি করবেন? এটি কি যৌক্তিক নয়? কেবলমাত্র কারণ আমি কল্পনা করতে পারি যে আপনি মিথ্যাতে বিশ্বাস করেন-যা আপনি আপনার নিজের জন্য আরো ভালো চান, এবং ঈশ্বরের দানশীল. করুণাময় এবং আপনার জীবনের জন্য অসীম নিখুঁত পরিকল্পনার কাছে অগ্রাধিকার দেয়া। আপনি বিশ্বাস করেন আপনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে পারবেন না।

এটি সত্য যে ঈশ্বর যে বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ করেন তার মধ্যে কিছু কিছু খুব লোভনীয় হতে পারে। যখন ঈশ্বর বলেন " করো না" তখন তিনি সত্যিই বলছেন, " নিজেকে আঘাত করো না"। যদিও প্রমানটি কঠোর হতে পারে, তবে নৈতিক বিধিগুলো পদার্থ বিজ্ঞানের মতোই। মাধ্যাকর্ষন আইন লঙ্ঘন করলে এবং তার ফলাফল অবিলম্বে পাওয়া যায়। নৈতিক আইনগুলো লঙ্ঘনে তাৎক্ষনিকভাবে দৃশ্যমান প্রভাব তৈরি করতে পারে এবং নাও করতে পারে। একটি ফল উৎপাদনশীল গাছ উৎপাদন করতে দীর্ঘ সময় নেয়।

একটি সাপকে বিশ্বাস যা আমাদেরকে আঘাত করার স্থানে নিয়ে এসেছে যেখানে এখন পৃথিবী রয়েছে।

তাহলে আপনি কোনটি বিশ্বাস করবেন? " বিগ বাং" মহাজাগতিকতার পূর্বে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সীকৃতি দিতে চান না তারা এই বিশ্বাসে স্বস্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে সমস্ত বিষয় হলো চিরন্তন। বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে যে এই বিষয়টি তৈরি করা যায় না। এটি এটির আকার পরিবর্তন করতে পারে, যেমন তরল অথবা কঠিন থেকে গ্যাসে, কিন্তু এটি সৃষ্টি হতে পারে না। পদার্থের অস্তিত্বের জন্য অবশ্যই একজন স্রষ্টা থাকতে হবে যার অস্তিত্ব জ্ঞাত পদার্থ বিজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে জানি যে মহবিশ্বের একটি সূচনা হয়েছিল। এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে বিজ্ঞান আমাদেরকে তত্ত্ব দেয়। মাধ্যাকর্ষণ এবং বেগ হিসেবে অনেক শক্তির মধ্যে সুক্ষ সুরকরণের কারণে, কেউ কেউ বলে যে কেবল একটি মহাবিশ্বের পরিবর্তে "বহু মহাবিশ্ব" রয়েছে। ধারণাটি হলো পর্যাপ্ত মহাবিশ্বের সাথে, নকশার প্রমান না দিয়ে সুক্ষ-সুরকরণ দেয়া হয়েছে ।

অবশ্যই, বহু-পদ অনুমান অভাবনীয়। ঈশ্বর ব্যতীত কীভাবে এটি নিজের থেকেই শুরু হতে পারে তার সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধরণের অনুমান কিছুই সরবারহ করতে পারে না।

গড় বুদ্ধিযুক্ত যে কেউ, একটি সাদা কোটে কোন বিজ্ঞানীর সমর্থন ছাড়াই, অস্তিত্ব সমপর্কিত স্পষ্ট তথ্য দেখতে পারেন।

আপনি নিদিৃষ্ট কোন বিজ্ঞানীকে স্মরণ করতে পারেন যিনি, শৃংঙ্খলাবদ্ধ মহাবিশ্ব সম্পর্কিত একটি টেলিভিশন প্রোগ্রামের প্রতিটি পর্বের শুরুতে নিশ্চিতভাবে বলেছিলেন " মহাজাগতিক, যা সব কিছু, অথবা কখনো ছিল বা কখনও থাকবে।" যতদূর আমি জানি, কার্ল সাগানকে কেউ কখনও জিজ্ঞাসা করেনি, " আপনি এটি কীভাবে জানেন?" উত্তরটি হলো, " তিনি করেন নি।" বিবৃতিটি হলো একটি অপ্রতিরোধ্য দৃঢ়তা। এখানে বৈজ্ঞানিকবাবে পরীক্ষা করার কোন সম্ভাব্য উপায় নেই। এটি একটি বিশ্বাসের বিবৃতি। কল্পনা করুন তো!

তবুও, সম্ভবত এটি লক্ষ্য করা যে লক্ষ লক্ষ লোক সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, তাঁর পূনরাবৃত্ত ঘোষনাকে সুসমাচারের সত্য হিসেবে গ্রহন করেছে।

বিশেষজ্ঞদের দাবীর উপর নির্ভর না করে আমরা জানতে পারি তার অনেকটাই আমাদের নাক মুখের মতই স্পষ্ট।

এটি স্ব প্রমানিত যে অস্তিত্ব একটি খুব উচ্চ ডিগ্রীর ***আদেশকে*** চিত্রিত করে।

পৃথিবী অত্যন্ত সুসংহত, এবং অনেকে বিশ্বাস করেন যে এর পরিবেশগত ভারসাম্যটি ভঙ্গুর এবং হুমকীসরূপ। বিশ্বজুড়ে প্রচুর ***বৈচিত্র*** বিদ্যমান। ১৯৭০ এর দশকে বিজ্ঞান পড়ুয়া জানিয়েছিলেন যে সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার অর্ধেক গাছপালার শ্রেণিবদ্ধ করা হয় নি।

জীবিত কোষ এবং ডিএনএ থেকে শুরু করে উপাদানগুলোর উপজাতীয় কাঠামো পর্যন্ত সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে একটি মনো-উদ্বেগজনক জটিলতা রয়েছে।

পরিবেশ বিজ্ঞান এবং পরিবেশবাদ প্রকৃতির ***আন্তঃসম্পর্কিততা*** ঘোষনা করে।

পানির ***নির্ভরতা*** সবসময়ই সমুদ্রপৃষ্টে ২১২ ডিগ্রি ফুটন্ত এবং পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের অন্যান্য সমস্ত আইন প্রদর্শন করে যে মহাবিশ্ব একটি আইন ব্যবস্থার অধীনে চলে।

পৃথিবীটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, জ্ঞাত এবং বোধগম্য। এ বিষয়ে চিন্তা করুন। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা -নিরীক্ষা তৈরি করতে পারেন নি, আইনের সাথে সংগত হওয়ার আশ্বাস ছাড়া অবশ্যই তাদেরকে কম পরীক্ষা করতে হবে। এবং বোধগম্যতা প্রগ্রতিশীল। আধুনিক প্রযুক্তি এটিকে নিশ্চিত করেছেন।

বিগ ব্যাং মহাবিশ্ব সম্পর্কিত জ্ঞান এর হিসাব করতে পারে না। প্রকৃতিবাদ/ নাস্তিকতাবাদ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়:

- **কোন কিছু থেকে সবকিছু সৃষ্টি করা হয় নি।**
- **বিশৃঙ্খলা বিন্যাস তৈরি করেছে।**
- **প্রাণ-হীন জীবন সৃষ্টি করেছে।**
- **অ-সচেতনতা সচেতনতার সৃষ্টি করেছে।**
- **ব্যাক্তিগত নয় তবে ব্যক্তিগত সৃষ্টি করেছে।**
- **অযৌক্তিক যৌক্তিক তৈরি করেছে।**
- **অন্ধ দর্শন তৈরি করেছে।**
- **বধির শোনা তৈরি করেছে।**

এ্ই তালিকা আরো যেতে পারে।

এটি যৌক্তিক নয়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমানিত যুক্তিযুক্ত, যৌক্তিক প্রকৃতির দ্বারা বিষয়গুলো বোঝা যাচ্ছে ।

ঈশ্বর নিজেই ভালবাসা। এবং তিনি আপনাকে ভালবাসেন। তবুও, আমরা ঈশ্বর হতে আলাদা হতে স্বাধীনতার ঘোষনা দেই

যা একটি বিদ্রোহ বা পাপ কাজ। সমস্ত পাপের বিরুদ্ধে স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশিত হয়।

সম্প্রতি প্রত্নতাত্বিক বিভাগের খননের সময় একটি শিলালিপির দানি আবিষ্কার হয়েছিল, "এটি একটি মূল্যবান জিনিস, এটির জন্য কেউ কী মূল্য দেবে।"

আপনি কি মূল্যবান? ঈশ্বর আপনাকে এত ভালবাসেন যে তার একমাত্র পুত্র যীশুকে আপনার বিদ্রোহের জন্য মারা যাতে তাকে পাঠালেন। (যোহন ৩:১৬) তিনি আমাদের সকলকে এক ভয়াবহ পরিনতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এক ভয়ানক মূল্য দিয়েছিলেন।

এটি বেশ মূল্য দিতে হয়। আপনি এবং আমি এই জ্ঞানটিকে এমন একটি সংকল্পের সাথে প্রতিহত করতে পারি যা সমস্ত যুক্তি ও যুক্তিযুক্ততার বাইরে।

কেন? এর কারণ হলো কিছু স্তরে, আমরা বিশ্বাস করি যে মিথ্যা এদন বাগানে জন্মগ্রহন করেছিল। কি মিথ্যা? "মিথ্যাটি হলো যে, আমরা নিজের জন্য যা চাই তা সর্বোত্তম এবং অগ্রাধিকার হতে হবে, তাহলে ঈশ্বর আমদের জন্য কি পরিকল্পনা করেছেন।"

এটিকে বিশ্বাস করবেন না। লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টিয়ান দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা ঈশ্বরের সত্যকে প্রচার করেছেন। ঈশ্বর ভালবাসা। এবং তিনি আপনাকে ভালবাসেন।

সাপ বলে " ঈশ্বর ভাল নয়।" আরও সাধারণ, আধুনিক বিবৃতিটি হলো, " ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।" হয়তোবা এই ধারণায় আপনি সামান্য মূল্য, তাৎপর্য , অথবা অর্থ পরিশোধ করেছেন। আপনাকে এটি পিছিয়ে দেয়ার জন্য কোন রকম বাস্তব ভিত্তি ছাড়াই এগুলোকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে ।

কেন আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে জানি

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠিত বাস্তবসম্মত ভিত্তি হলো বিশ্ব ও মহাবিশ্বের ক্রম বিন্যাস। খুব ছোট জিনিস থেকে খুব বড় পর্যন্ত আমরা একটি সার্বজনীন ক্রমবিন্যাস উপলব্ধি করতে পারি। এই ক্রমবিন্যাসটি পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গনিত, সংগীত, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূতত্ব এবং আরো অনেক কিছুর আইন দ্বারা অতিরিক্তভাবে প্রদর্শিত হয়। এগুলোর সাথে যোগ করতে :

- বহুমুখী করণ
- জটিলতা

- আন্তঃসংযুক্তি
- স্বতন্ত্রতা

বিগ ব্যাং মহাবিশ্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞান তাদের জন্য হিসেবের কোন ব্যাখ্যামূলক শক্তি সরবরাহ করে না।

" ওহ, হ্যাঁ আমরা করি!" নাস্তিকরা দাবী করে। " ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ব তাদের সমস্ত ব্যাখা করে!"

তারা কি সত্যিই? প্রাকৃতিক নির্বাচন এতটাই ঈশ্বরের মতো অনুমিত কতৃপক্ষ যে আধুনিক যুগের বিবর্তনবাদী ও নাস্তিক রিচার্ড ডকিনসন, প্রাকৃতিক নির্বচানটিকে "অন্ধ, নির্বোধ এবং উদ্দেশ্যহীন বলে ব্যাখা করার জন্য অনেকদুর যেতে হবে বলে মনে করেন। " তিনি কোথায় এবং কীভাবে শিখলেন তা উপস্থাপন করেন না। আমি সন্দেহ করি যে এটি তার " বিশ্বাসের" অন্য একটি বিবৃতি যার প্রমান করার কোন পদ্ধতি তার কাছে নেই, তিনি কেবল আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলছেন।

সর্বোপরি, প্রাকৃতিক নির্বাচনের পুরো উদ্যোগ হলো জিনিসগুলোর জন্য প্রয়োজন ছাড়া অতিপ্রাকৃতিক অথবা ঈশ্বরের একটি হিসাব তৈরি করার চেষ্টা করার উদ্দেশ্য ছিল কি না? এটি একটি ছোট আশ্চর্যের বিষয় যে আমরা অনেকেই অনুভব করতে পারি যে আমাদের জীবনের ছোট উদ্দেশ্য আছে।

একটি উর্বর কল্পনা কিছু সীমা খুঁজে পায়। " এটি এমনটি হতে পারে," বা " এটি এই উপায়ে হতে পারে।" তাই যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে, কোটি কোটি বছর বলুন এবং একটি অন্ধ, নির্বোধ এবং উদ্দেশ্য বিহীন পক্রিয়ার ক্রমবিন্যাস করতে পেরেছিল, জটিলতা এবং বৈচিত্রের জন্য হিসেব তৈরি করতে পারে এবং আরও অনেক কিছু, যা আমরা সবাই দেখি এবং অভিজ্ঞতা লাভ করি।

এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা ডারউইনের বিবর্তনবাদ দেখি এবং বিগ ব্যাং মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান তাদের জন্য রয়েছে। তারা হলো বিকল্প ব্যাখা যা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে তবে তারা সফল হয় না। ঈশ্বর হলো উত্তম ব্যাখা।

আমরা মানুষের চাঁদে অবতরণের পায়ের চিহ্নগুলোর ছবি দেখেছি। লুনার ল্যান্ডারের এক শতাব্দীরও বেশী নথি সংরক্ষণের উপর ভিত্তি করে এই ধারণাটি নিয়ে নকশাকৃত করা হয়েছিল যে চাঁদের পৃষ্ঠের ধূলিকণা পৃথিবীতে জমে থাকা হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, (চাঁদের নিম্ন ম্যাধ্যাকর্ষণ এবং বায়ুমন্ডলের অভাব দ্বারা প্রকৃত।) ধারনা করা হচ্ছে কোটি কোটি বছর ধরে পায়ের ধূলিকণার গভীরতা দেখা গিয়েছে,

যেমনটি ল্যান্ডারের নকশায় দেখা গিয়েছে, ছবিতে কয়েক ইঞ্চি প্রকাশ করে না- ছয় থেকে দশ হাজার বছরের জমে থাকা গভীরতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

অবশ্যই ঈশ্বর এটি যে কোন উপায়ে কোটি কোটি বছর ধরে বেছে নিয়েছিলেন, অথবা যদি তিনি আদমকে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ হিসেবে তৈরি করতে পারেন তাহলে তিনি বয়সের সমস্ত লক্ষণগুলোর সাথে পরিপক্ক গাছ, পাথর এবং ছায়াপথও তৈরি করতে পারেন।

আমরা পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে যা জানি তার বেশিরভাগই " শিলার ঘড়ির" শুন্য থেকে এটি গননা শুরু করে এই ধারনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অথবা স্থানের ক্ষেত্রে, যা সেই গতিটি সর্বদা স্থির থাকে।

তারা বিশ্বাস করে যে তারা কেন্দ্র থেকে ছায়াপথের দূরত্ব গণনা করে মহাবিশ্বের যুগ গণনা করতে পারে, তবুও অন্য জায়গাগুলোতে তারা বলে যে কেন্দ্রটি আসলে কোথায় তা তারা জানতে পারে নাই।

এটি অবশ্যই একটি অপ্রমানিত এবং অপ্রতিরোধ্য ধারণা। এগুলোকে যাচাই করার কোন উপায় নেই। যাই হোক না কেন, এটি শুরু করার জন্য আপনার কারো প্রয়োজন হবে। এটি প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য রূপকথার মতো শোনাতে শুরু করে। আপনি জানেন, টুপি থেকে খরগোশের মতো, টুপি ব্যতীত এবং এমনকি যাদুকর ছাড়াও।

আমরা জানি না কতটুকু আমরা জানি না। অতএব, যখন নাস্তিক বিরোধীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং অন্যান্য শাখাগুলো জুড়ে বিস্তৃত এবং বিস্তৃত বিবরণ স্থাপন করে।

তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বিশালাকার মূর্ত্তি দুপাশে ঝুলিয়ে আমাদের আধুনিক বিশ্ব বিদ্যালয় ও সরকারকে শাসন করছে এবং অনুভব করতে প্রলোভিত হয়েছি যে এটি সম্পর্কে খুব কম কিছু করতে পারি যেমনটি আমরা বিশৃঙ্খলার দিকে দ্রুত এবং দ্রুততরে যাই। তারা বলেঃ " আমরা ল্যাবরেটরিতে গিয়ে প্রমান করতে পারি যে এই জীবাশ্মে ক্ষয় হওয়ার হার বা এই শিলাগুলো ধ্রুবক। এবং আমরা প্রমান করতে পারি যে এই পর্যায়ে পৌঁছাতে কয়েক লক্ষ বা কোটি বছর সময় লাগবে। সুতরাং আমরা জানতে পারি মহাবিশ্ব কোটি কোটি বছরের পুরোনো। "

তবে তারা প্রমান করতে পারে না, কারণ এখানে পরীক্ষা করার কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় নেই,

এটিই কি সেই পাথরের মধ্যে ঘড়ি, অথবা জীবাশ্মে শূণ্য থেকে তার গননা শুরু হয়েছিল। ভিত্তির কেন্দ্র প্রমান করার কোন উপায় ছাড়াই, তাদেরকে অবশ্যই এটি ধরে নিতে হবে। আসলে, তাদের অবশ্যই বিশ্বাস থাকতে হবে যে এটি তাই! সুতরাং, পুরো বিশালাকার প্রাসাদটি একটি অনুমানের ভিত্তিতে তৈরি- বিশ্বাসের উপর। তাদের কোন প্রমান নেই, এবং যদিও তারা এখনও শাসন করে।

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো কেবলমাত্র শাসন করে কারণ অন্যরা জানে না যে এই প্রাথমিক অনুমানগুলোর কোন প্রমান নেই।

ছায়াপথগুলোর প্রত্যন্ততা এই " বিজ্ঞানী" দ্বারাও উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা বলে : " আমরা আমাদের গবেষণাগারে যেতে পারি এবং আলোর গতি প্রমান করতে পারি। তারা অনুমান করে, কিন্তু আলোর গতিটি যে কোন কিছুর চেয়ে দ্রুততম যাতায়াত করতে পারে তা প্রমান করতে পারে না। তারা বলে পৃথিবীতে আসতে কয়েক কোটি বছর সময় লাগবে।

তারা যা প্রমান করতে পারে না তা হলো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে এটিই তাদের বিকল্প ব্যাখা করার কারণ- এটি দেখানোর জন্য যে " ঈশ্বরের অনুমান" এর প্রয়োজন ছাড়া মানুষ কীভাবে বুঝতে পারে। "

ঈশ্বর আদমকে বয়সের সমস্ত গুনাবলী সহ সম্পূর্ণ পরিপক্ক মানুষ হিসেবে তৈরি করেছিলেন। গাছ, পাথর এবং ছায়পথের জন্য তিনি একই কাজ করেছিলেন। তারা অন্যভাবে দাবী করে। তারা মনে করে তারা এটিকে প্রমান করেছে। তারা ভূল।

আমরা কি করব? লোহিত সাগর মারা গেছে কারণ এটি পানি গ্রহন করে কিন্তু প্রবাহিত করে না। চলুন আমরা নিশ্চিত হই যে আমরা মৃত সাগরের মত নই, গ্রহন করছি তবুও অন্যের কাছে সত্য প্রেরণ করছি না। কাউকে বলুন। সকলকে বলুন। সমস্ত বিশ্বকে জানতে দিন!

আপনি যদি " ঈশ্বর নাই" এর সাথে শুরু করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই অন্য একটি ব্যাখা নিয়ে আসতে হবে। যখন আপনি সাপের মিথ্যা ত্যাগ করেন তখন আপনার আর কোন সংস্করণের প্রয়োজন হয় না।

বাইবেলের ঈশ্বর হন :

- **সার্বভৌম**
- **অনন্ত**
- **অপরিবর্তনীয়**
- **আত্মা**
- **সর্বশক্তিমান**
- **সর্বজ্ঞানী**
- **সর্বত্র বিরাজমান**
- **পবিত্র**
- **ধার্মিক**
- **ন্যায় বিচারক**
- **ভালবাসা**
- **... এবং আরো অনেক**

শাস্ত্র ঘোষনা করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমান স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। আমরা আমাদের নিজেদের ভূলভ্রান্তি এবং নিজ-স্বার্থের জন্য প্রমানকে প্রতিহত করি। আমরা সাপকে বিশ্বাস করতে পছন্দ করি।

জ্ঞানের আসলেই ক্ষমতা আছে। আপনি এখন যা জানেন তা দিয়ে আপনি নিজের সেরা আগ্রহের ভিত্তিতে কাজ করতে পারেন। এটি কি আশ্চর্যজনক নয় যে আপনার নিজের জীবনের পরীক্ষাগারে বার্তাটি পরীক্ষা করার মহান সম্মান এবং সুযোগ রয়েছে?

এখন আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন আপনি কাকে বিশ্বাস করতে পারেন? কেউ কেউ তাদের জীবনে ঈশ্বরকে অধিষ্ঠিত করতে পারে, কিন্তু এই সত্য যে তিনি শাসন ও রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন তা পরিবর্তন করে না।

আপনার বাড়ীর একজন নির্মাতা ছিল। তিনি উপস্থিত আছেন তা জানতে আপনাকে তার নাম জানতে হবে না। দালানটি নিজেই এটির প্রমান দেয়। কোন দালানই একেবারে নয়, কখনও কখনও কেবল বিনা কারণে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। তবুও এমন কিছু লোক আছে যারা বলতে চাইছেন মহাবিশ্ব যা করেছে কেবল তাই। বিনা কারণে। একদিন মঙ্গলবারের বিকাল বেলা।

এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিবৃতিটি বিবেচনা করুনঃ

মথি ৭:১৩ " সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর; কেননা সর্বনাশে যাবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর এবং অনেকেই তা দিয়ে প্রবেশ করে।"

২ করিন্থিয় ৫:১৭-২১ " ফলত কেউ যদি খ্রীষ্টে তাকে তবে নতুন সৃষ্টি হল; তার পুরানো বিষয়গুলো অতীত হয়েছে দেখ, সেগুলো নতুন হয়ে উঠেছে। সবকিছুই ঈশ্বর থেকে হয়েছে; তিনি খ্রীষ্ট দ্বারা নিজের সঙ্গে আমাদের সম্মিলন করেছেন এবং সম্মিলনের পরিচর্যা-পদ আমাদের দিয়েছেন; বস্তুত ঈশ্বর খ্রীষ্টে নিজের সঙ্গে পৃথিবীর সম্মিলন করিয়ে দিচ্ছিলেন, তাদের অপরাধ সকল তাদের বলে গননা করলেন না; এবং সেই সম্মিলনের বার্তা আমাদের জানিয়েছেন। অতএব খ্রীষ্টের পক্ষেই আমরা রাজদূতের কর্ম করছি; ঈশ্বর যেন আমাদের মাধ্যমেই নিবেদন করছেন; আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে এই ফরিয়াদ করছি, তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হও। যিনি পাপ করেন নি, তাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপসরূপ করলেন, যেন আমরা তাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই। "

(আপনি যদি প্রতিরোধ করার অনুপ্রেরণা অনুভব করেন তবে আপনার এটিকে উৎসাহ দেয়ার দরকার নেই। ঈশ্বরকে বেছে নেয়ার ক্ষমতা আপনার রয়েছে।)

এটি কি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে আশ্চর্যজনক সংবাদ নয় যে কেউ গ্রহন করতে পারে? একদম নতুন জীবন। একটি সতেজ শুরু। সবশেষে- বাঁচার জন্য একটি সত্যি কারণ।

মিস করবেন না। আপনার কাছে তার পরিত্রান প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বরকে বলুন। আপনার হারাবার কি আছে? সাপকে বিশ্বাস করবেন না।

কেউ কেউ বাইবেলে প্রাপ্ত রহস্যে বিঘ্ন পাচ্ছেন।

এটি পর্যবেক্ষন করা হয়েছে যে বাইবেলে সবচেয়ে রহস্যজনক চারটি শব্দ আছে, আসলে,প্রথম চারটি : **শুরুতে ঈশ্বর।**

ঈশ্বরের সাথে ছবিতে অলৌকিক কাজ আশা করা যায়। কাল মার্কস বিখ্যাতভাবে বলেছেন, " ধর্ম হলো মানুষের মত।"

শ্যুটাররা স্কুলগুলোতে সহপাঠী এবং শিক্ষকদের হত্যার পর, তাদের অপরাধকে এড়ানোর জন্য প্রায়ই তাদের নিজেদেরকে হত্যা করে। *মানুষের আসল আফিম বিশ্বাসের প্ররোচনা হলো যা মৃত্যুর পরে কেবল কিছুই নেই।*

ছবিতে ঈশ্বর বিশ্বের সমস্ত পার্থক্য তৈরি করে। তিনি আমাদেরকে পাপের প্রতি বিশ্বাস দান করুন এবং আমাদের ত্রানকর্তাকে দেখান।

আপনি এটি জানেন বা না জানেন, সেখানে অসীম শক্তিশালী এবং ভাল সত্ত্বার অস্তিত্ব রয়েছে, যিনি পবিত্র, ধার্মিক, এবং কেবল মাত্র আপনাকে এবং আমাকে ভালবাসেন।

এবং আমাদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছাড়িয়েও, সমস্ত ভূল কিছু জানা সত্ত্বেও আমরা সেগুলোকে করেছি, তিনি আমাদের সাথে পুনর্মিলন করতে চান। এটি কি সবচেয়ে বড় চিন্তা নয় যা মানুষের মনকে দখল করতে পারে? আপনাকে সত্য দেখানোর জন্য ঈশ্বরকে আমন্ত্রন করুন। তারপর, যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন আপনি অন্যকে বলতে পারেন, " আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি তিনি নিজেই আমাকে প্রমান দিয়েছেন যে এটি সত্য।" আপনার হারাবার কি আছে? আপনার অর্জন করার কি আছে? জিজ্ঞাসা করুন। সন্ধান করুন। খুঁজুন। ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করার চূড়ান্ত বাস্তবতা হলো চৈতন্যলোপের বেঁচে থাকার বিষটিকে গ্রহন করার মতো। আমরা কি সত্যিই এর হতাশা অদৃশ্যের মধ্যে বাঁচতে পারি?

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস একটি দার্শনিক যুক্তি নয়।

শাস্ত্রাংশ দাবী করে যে যীশু মৃত্যু থেকে উঠেছেন। মন্ডলী দাবী করে তিনি এখনও জীবিত আছেন। নতুন নিয়মের প্রতিটি বই এটির কতৃত্ব মৃত্যুর উপর নয় তবে পুনরুত্থানের উপর দাবী করে। এটি প্রমান করা কঠিন নয়। আপনি আপনার নিজের জন্য জানতে পারেন। নিশ্চিতভাবে। এটির জন্য যা লাগে হা হলো সমস্ত আন্তরিকতার সাথে প্রার্থনা করা।

আপনি কি এটিকে আপনার সত্যের মুহূর্ত হতে দেবেন?

প্রার্থনা

প্রিয়তম প্রভু,

আমি এতক্ষণ যা আবিষ্কার করতে পেরেছি তার ভিত্তিতে আমি ভেবেছিলাম যে আপনার কোন অস্তিত্ব নেই। তবে আমি যেমন বিবেচনা করি যে আপনার অস্তিত্ব আছে এবং আপনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আমি জানি যে আমি আপনার মানগুলো অনুসরণ করিনি বা এমন কি তাদের অনুসরণ করার যত্নও করিনি। এই মুহূর্তে আমাকে সাহায্য করুন। আমি যে সমস্ত অন্যায় করেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার পুত্র যীশু আমার পাপের জন্য মূল্য দিয়েছেন বলে স্বীকার করি এবং আপনার সাথে যোগাযোগের জন্য একটি উপায় তৈরি করেছেন। আপনার সত্যকে আরও আবিষ্কার করতে সাহায্য করুন যেমন আমি আপনাকে আমার ত্রানকর্তা এবং নেতা হিসেবে দেখি।

যীশুর নামে এই প্রার্থনা

আমেন

অন্ধকার কত মহান

আপনি এখন আপনার বন্ধু, পরিবার এবং সহকর্মীদের ৯৯% এরও বেশি লোকদেরকে জানেন। আপনি কি তাদের অন্ধকারে আলো জালাতে ঈশ্বরকে ব্যবহার করতে দেবেন? অবশ্যই শত্রু আপনাকে অন্যথায় প্ররোচিত করার চেষ্টা করবে। অন্যদেরকে " মন্দকে ভাল, এবং ভাল মন্দ" আর বলতে দেবেন না। আপনার ভিত্তি আছে ঈশ্বর এবং কোনটা সঠিক এবং কোনটা ভূল তা ঘোষনা করার জন্য। সমাধান করুন যে আপনি যখন এখন থেকে এক বছর , এখন থেকে দশ বছর বা এখন থেকে দশক পিছনে ফিরে তাকান তাহলে ঈশ্বরের আলোর প্রয়োজন এমন লোকদের কাছে এই সত্যগুলো বলতে নির্বাচন করার জন্য আপনি আনন্দে ভরে উঠবেন।

আপনার ছোট দল, শিষ্যত্ব কার্যক্রম, স্কুল বা আপনার মন্ডলীর জন্য এই পুস্তিকাটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কপি বিনামূল্যে বিতরণ করার জন্য আমাদের কাছে রয়েছে। কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করে দেখুন! হাজার হাজার অনুলিপি লিখিত হয়েছে এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায়। আমরা আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি এবং ৫০ কপি পর্যন্ত কোন খরছ পড়বে না। এবং যদি আপনি সাহায্য করতে পারেন, তবে অনেক কপি পাঠানোর জন্য প্রস্তাবিত অনুদানগুলো হলো ৫০ কপির জন্য $২০ অথবা ১০০ কপির জন্য $ ৩৮(বাক্সের জন্য দামের ছাড় পাওয়া যায়।) তবে অর্থের অভাবে আপনাকে যেন এই গুরুত্বপূর্ণ বুকলেটটি পেতে এবং এটি অন্যদের সাথে শেয়ার করে নিতে যেন বাধা না দেয়। আমরা আপনাকে সচেতন এবং জ্ঞানবান হতে সহায়তা করতে চাই। আপনার বন্ধু, পরিবার, স্কুল বা কাজের সহযোগী এবং মন্ডলীগুলোকে অনুলিপি দিন।

পালকগন, আপনাদের জন্য কোন টাকা পয়সা লাগবে না, আপনার মন্ডলীর সকল সদস্যদেরকে এই পুস্তিকার ছাপাকৃত কপি সরবরাহ করতে চাই।

Email us today at FreeCopy@ServeTheKing.org**.**

কাউকে বলুন- সকলকে বলুন

সমগ্র পৃথিবীকে জানতে দিন

(এ ৫০১সি৩ অ-লাভজনক কর্পোরেশন)

পিও বক্স ৫৪১১৪৯. অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা ৩২৮৫৪

ServeTheKing.org

অন্যদের কাছে ফরোয়ার্ড করতে পারেন এমন খরচবিহীন ই-মেইল কপি পেতে ভিজিট করুন

www.ServeTheKing.org.

বিনামূল্যে এবং সহজ!